দৈনিক খবর

তারিখ 15 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

বুয়েটের সঙ্গে সংযোগ প্রোগ্রামের সম্ভাব্যতা দেখতে বার্মিংহাম ভার্সিটির দুই গবেষক এসেছেন

॥ বুয়েট সংবাদদাতা ॥

ধাতব গবেষণার জন্য বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেটালার্জি এন্ড মেটেরিয়ালস-এর দু'জন প্রফেসর ডঃ র‍্যা বিশপ এবং ডঃ মোমেন ইয়ং বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাতব কৌশল বিভাগের সাথে সংযোগ প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র চিনি্হত সম্ভাব্যতা এবং সহযোগিতার ক্ষত্রে চিহ্নিত করার জন্যে ঢাকায় অবস্থান করছেন।

ইতিমধ্যে তারা "বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেটালার্জি এন্ড মেটেরিয়্যালস", 'কাস্ট আয়রন গবেষণায় অগ্রগতি' এবং 'ইস্পাতের হিট ট্রিটমেন্ট'— এই তিনটি বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতার সময় বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ধাতবকৌশলী এবং প্রবীণ প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা সফররত এই দু'জন প্রফেসর এ ছাড়াও জাতীয় স্মৃতিসৌধ, আণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী এবং আদমজী জুট মিলস লিঃ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা প্রকৌশলীদের ধাতবকৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ করেন এবং এসব সমস্যা সমাধান করার জন্য সম্মতি প্রকাশ করেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিকট পেশকৃত এক রিপোর্টে তারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাতব কৌশল বিভাগের স্নাতকোত্তর গবেষণা কার্যক্রমকে অত্যন্ত উচুঁমানের বলে উল্লেখ করেন। তারা এই বিভাগের ল্যাবরেটরীর উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের উপর জোর দেন।

তারা দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সত্বর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, শর্ট-কোর্স, সেমিনার এবং স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষক বিনিময়েও সম্মত হন। বাংলাদেশস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি মিঃ হারভে এসব ব্যাপারে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ডঃ বিশপ এবং ডঃ ইয়ং যুক্তরাজ্যে ফিরে বিভিন্ন প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করবেন এবং আশা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। উল্লেখ্য, গতবছর প্রফেসর এহসানুল হক দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাজ্য সফর করেন।

বিআইটিতে অচলাবস্থা ঃ

গত ২৭শে ডিসেম্বর '৮৮ থেকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (বিআইটি), রাজশাহীর শিক্ষকবৃন্দ ক্লাস নেয়া থেকে বিরত রয়েছেন। অধিকাংশ ছাত্রই ক্যাম্পাস ছেড়ে বাড়ি চলে গেছে। ক্যাম্পাসে এক অনিশ্চিত অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

গত ২৬শে ডিসেম্বর '৮৮তে বিআইটি রাজশাহীর বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ছাত্রদের অকৃতকার্যতার হার বেশী হলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা দুপুরে যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রধানের বাসভবন ঘেরাও করে এবং তাকে ক্যাম্পাস ত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। চাপের মুখে উক্ত শিক্ষক ২৭শে ডিসেম্বর কতিপয় শিক্ষকের সহায়তায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। ছাত্ররা জোরপূর্বক তাঁর নিকট থেকে একটি পদত্যাগ পত্রও আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেদিনই বিআইটি রাজশাহীর পরিচালক অধ্যাপক জি এম হাবিবুল্লাহ-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের এক সভায় সম্মানজনকভাবে উক্ত শিক্ষকের প্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এরপর থেকে বিআইটি রাজশাহীতে কোন ক্লাস হচ্ছে না। উক্ত শিক্ষককে ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ যেমন হচ্ছে না, তেমনি ক্লাস নিতে পারছেন না। অধিকাংশ শিক্ষক এই অবস্থায় ক্লাসে যোগ না দেয়ার পক্ষপাতি বলে জানা গেছে।

১৮ই জানুয়ারী '৮৯ ঢাকায় বিআইটিসমূহের নির্বাহী বোর্ডের সভায় বিষয়টি আলোচিত হবে বলে রাজশাহী বিআইটি'র পরিচালক ছাত্রদের জানিয়েছেন।